আলোচ্যসূচি-২ ঃ ৩০ জুন ২০২১ তারিখে সমাপ্ত অর্থ বছরের পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।
To receive, Consider and adopt the Board of Directors Report for the year ended 30th June 2021

প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড
বাড়বকুন্ড, চট্টগ্রাম।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের পরিচালনা পর্ষদের বার্ষিক প্রতিবেদন।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন(বিএসইসি) পরিচালিত প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড (পিআইএল)-এর ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ, কোম্পানি পরিচালকমন্ডলী, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী-শ্রমিকবৃন্দ, মিডিয়া কর্মীবৃন্দ এবং সুধীবৃন্দ-আসসালামু আলাইকুম ।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আপনারা নিশ্চই অবগত আছেন যে, বিশ্বব্যাপী নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রভাব বাংলাদেশেও বিরাজমান হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সার্বিক কার্যক্রমে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধকল্পে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক সামাজিক নিরাপত্তার স্বার্থে সীমিত জন সমাগম ও সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে পিআইএল'র ৫০তম বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

আপনাদের আন্তরিক ও প্রাণবন্ত উপস্থিতি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দসহ আমাকে এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা,কর্মচারী ও শ্রমিকদের উৎসাহিত ও সম্মানিত করেছে। তাই প্রতিষ্ঠান ও আমার নিজের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আপনারা জানেন যে, মার্চ ২০২০ হতে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ সংক্রমণের প্রভাবে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী সময়ে সময়ে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ কখনো বন্ধ বা কখনো সীমিত পরিসরে খোলা ছিল। অন্যদিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ অধিশাখা-৬ এর সূত্র নং-০৭.১৫৬.০২৬.০০.০১.২০০৪ (অংশ-১)-৩৭৮ তারিখ ০৮-০৭-২০২০ খ্রিঃ এবং প্রজ্ঞাপন নং-০৭.১৫৬.০২৬.০০.০১.২০০৪ (অংশ-২)-৮৩৬ তারিখ ০৩-১২-২০২০ খ্রিঃ অনুযায়ী গত ০৮-০৭-২০২০ তারিখ হতে ৩০-০৬-২০২১ তারিখ পর্যন্ত চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবেলা ও সরকারের কৃচ্ছসাধন নীতির আলোকে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়ের আওতায় সকল প্রকার নতুন/প্রতিস্থাপক হিসাবে যানবাহন ক্রয় বন্ধ ছিল। উক্ত নির্দেশনার কারণে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর বিক্রয় কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। তাই ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের তুলনায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পিআইএল'র মুনাফার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তবে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যানবাহন ক্রয়ের উপর ৫০% নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করায় চলতি অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটির মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সুধীবৃন্দ,

আপনারা জানেন যে, প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ সরকারের মালিকানাধীন দেশের একমাত্র গাড়ি সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান, যা ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডের জেনারেল মোটরস ওভারসীজ ডিষ্ট্রিবিউটরস করপোরেশন এর কারিগরী সহযোগীতায় চট্টগ্রামের অদূরে সীতাকুন্ড উপজেলাধীন বাড়বকুন্ডে ২৪.৭৫ একর জমিতে ব্যক্তি মালিকানায় 'গান্ধারা ইন্ডাষ্ট্রিজ' নামে স্থাপিত হয়েছিল। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণ করেন। পরবর্তীতে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ নামে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি)-এর নিয়ন্ত্রণে দেয়া হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদন লাইন, সিকেডি, বডিসপ, পেইন্টসপ, ফেব্রিকেশন, মেশিনসপ, মাণনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত। প্রতিষ্ঠানটি দেশের প্রথম এবং একমাত্র গাড়ি সংযোজনকারী সরকারি মালিকানাধীন কারখানা। স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের যুদ্ধবিধ্বস্থ সড়ক পরিবহন খাতের উন্নয়নে পিআইএল গাড়ি সরবরাহকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। আজ অবধি দেশের পণ্য ও গণপরিবহন সমস্যা মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সময়ে ইংল্যান্ডের বেডফোর্ড মোটরস, জাপানের ইসুজু মোটরস, মিৎসুবিসি মোটরস করপোরেশন, ভারতের হিন্দুস্থান মোটরস, টাটা, অশোক লিল্যান্ড, মারুতী, মহেন্দ্র, চীনের আওলাস, ফোডে অটোমোবাইলস, কোরিয়ার কোরান্ডো, মালয়েশিয়ার এমটিবি, ইংল্যান্ড ও তুরস্কের ম্যাসিফারগুসন প্রভৃতি বিশ্বের খ্যাতনামা গাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হতে গাড়ির সিকেডি আমদানী করে সংযোজনপূর্বক বাজারজাত করছে। বিগত ১৯৯০-১৯৯১ হতে ২০১১-২০১২ অথবছর পর্যন্ত মিৎসুবিশি পাজেরো ভি-৩১ জীপ, ২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত মিৎসুবিশি পাজেরো স্পোর্ট সিআর-৪৫ জীপ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে এখন পর্যন্ত মিৎসুবিশি পাজেরো স্পোর্ট (কিউএক্স) জীপ পিআইএল'র নিজস্ব পণ্য হিসেবে উৎপাদন/সংযোজন করে আসছে। নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে পরিচালনা পর্ষদের বাস্তবমুখী নির্দেশনা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী-শ্রমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে কোম্পানি বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। দুঃখজনক

হলেও সত্য যে, ১৯৭৫ হতে ৯০ দশকের সরকারগুলোর অদূরদর্শী সিদ্ধান্ত এবং অদক্ষ ব্যবস্থাপনায় পিআইএল'র কাঙ্খিত উন্নয় এবং দেশে স্থানীয়ভাবে গাড়ি উৎপাদনের

জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণে পিআইএল সক্ষম হয়নি। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের পৃষ্টপোষকতায় পিআইএল ক্রমান্বয়ে উন্নতি দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ,

এখন গত ৩০-০৬-২০২১ তারিখে সমাপ্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র, লাভ-লোকসানের হিসাব ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন পরিচালকন্ডলীর বার্ষিক প্রতিবেদন আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। কোম্পানির কার্যক্রমের উপর উপস্থিত/সংযুক্ত সম্মানি শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ প্রত্যাশা করছি, যা আমাদের ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

শেয়ার মুলধন

ক. কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১২০,০০,০০,০০০.০০(একশত বিশ কোটি) টাকা, যা প্রতিটি ১০.০০(দশ) টা মূল্যের ১২,০০,০০,০০০টি শেয়ারে বিভক্ত।

খ. কোম্পানির বর্তমানে ইস্যুকৃত,গৃহীত ও পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২০,০০,০০,০০০/-(বিশ কোটি) টাকা, যা প্রতি ১০.০০(দশ) টাকা মূল্যের ২,০০,০০,০০০টি শেয়ারে বিভক্ত। তম্মধ্যে ২০০৯-২০১০ সালে ঘোষিত ১৯,৭৫,০০,০০০.০০(উনি কোটি পঁচাত্তর লক্ষ) টাকা মূল্যের ১,৯৭,৫০,০০০টি বোনাস শেয়ার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উৎপাদন

২০২০-২০২১ অর্থবছর এবং পূর্ববর্তী বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরুপ :-

বিবরণ	২০২০-২০২১ (লক্ষ টাকায়)				২০১৯-২০২০ (লক্ষ টাকায়)	
	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত		প্রকৃত	
	সংখ্য (টি)	মূল্য	সংখ্য (টি)	মূল্য	সংখ্য (টি)	মূল্য
উৎপাদন/সংযোজন	৮৫০	৩১০৮১.৪৫	৪৬৬	২০৭২৫.৯২	১৩৩৮	৫৯২৭৪.৮৩

উল্লেখ্য, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিভিন্ন মডেলের গাড়ির উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন ৫৪.৮২%। অপরদি বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন ছিল ১৪০.৮৪%।

বিক্রয়

২০২০-২০২১ অর্থবছর এবং পূর্ববর্তী বছরের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত বিক্রয়ের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরুপ :-

বিবরণ	২০২০-২০২১ (লক্ষ টাকায়)				২০১৯-২০২০ (লক্ষ টাকায়)	
	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত		প্রকৃত	
	সংখ্য (টি)	মূল্য	সংখ্য (টি)	মূল্য	সংখ্য (টি)	মূল্য
বিক্রয়	৯৫০	৩৫০৬১.১০	৩৪২	১৩৮১৮.৭০	১৩৩২	৬৮২৭২.৯৭

মুনাফা

২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা ২৯৩৫.০৬ (উনত্রিশ কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছয় হাজার) লক্ষ টাকার বিপরীতে প্র মুনাফা হয়েছে ৭২৮.৫৪ (সাত কোটি আটাশ চুয়ান্ন হাজার) লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ২৪.৮২ %

সরকারি কোষাগারে জমা

২০২০-২০২১ অর্থবছরে পিআইএল সরকারি কোষাগারে ৮১৬৪.০০ (একাশি কোটি চৌষট্টি) লক্ষ টাকা জমা প্রদান করেছে। বি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ ছিল ২৪৯৭৪.০০ (দুইশত উনপঞ্চাশ কোটি চুয়াত্তর লক্ষ) লক্ষ টাক

কোম্পানির নিরীক্ষিত হিসাব

২০২০-২০২১ অর্থবছরের কোম্পানির চুড়ান্ত হিসাব নিরীক্ষার জন্য বসু ব্যানার্জি নাথ এন্ড কোং, সনদী হিসাব নিরীক্ষক, তাহের চেম্বার,চট্টগ্রাম-কে নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। নিরীক্ষিত হিসাবের সার-সংক্ষেপে নিম্নরুপ :-

বিবরণ	২০২০-২০২১	২০১৯-২০২০
মোট আয়/বিক্রয়	১৫৭,১০,২৪,১৭১.০০	৭৮৩,৬২,১৬,৯৭৯.০০
বাদ-ভ্যাট	(-)১৮,৯১,৫৩,৭৪৩.০০	(-) ১০০, ৮৯, ১৯, ৫৫৭.০০
নীট আয়/বিক্রয়	১৩৮,১৮,৭০,৪২৮.০০	৬৮২,৭২,৯৭,৪২২.০০
বাদ-কষ্ট অব সেলস	(-)১৩২,৪৪,০৭,৬৮৬.০০	(-) ৫৯৮,২৩, ৫৭, ৭৮১.০০
মোট মুনাফা	৫,৭৪,৬২,৭৪২.০০	৮৪,৪৯,৩৯,৬৪১.০০
বাদ-অপারেটিং ব্যয়	(-)১১,০৯,২৫,৮৬৭.০০	(-)১২,০৭,৬৪,৪০৬.০০
অপারেটিং মুনাফা/(লোকসান)	(৫,৩৪,৬৩,১২৫.০০)	৭২,৪১,৭৫,২৩৫.০০
(+) অন্যান্য আয়	(+)১৩,০১,৫১,৪৪৫.০০	(+)৭৬,০৪৪,১৪৫.০০
বাদ- অন্যান্য ব্যয়(বিপিপিএফ)	(-)৩৮,৩৪,৪১৬.০০	(-)৪,০০,১০,৯৬৯.০০
করপূর্ব নীট মুনাফা	৭,২৮,৫৩,৯০৪.০০	৭৬,০২,০৮,৪১১.০০

আর্থিক বিবরণীর ন্যায় পরায়নতাঃ

হিসাব বিবরণী এবং হিসাব বিবরণীর নোট বাংলাদেশে প্রচলিত সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের বিধান প্রতিপালন করে তৈরী করা হয়েছে। এই বিবরণীগুলো সঠিকভাবে কোম্পানির কার্যাবলী, কার্যক্রমের ফলাফল, নগদ প্রবাহ এবং মূলধনের পরিবর্তন প্রকাশ করেছে।

আর্থিক হিসাবের প্রয়োজনীয় দলিলাদীঃ

কোম্পানির আর্থিক হিসাবের প্রয়োজনীয় দলিলাদী সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

হিসাব বিজ্ঞানের উপযুক্ত নীতিমালা ও আয় ব্যয়ের অনুসরণঃ

হিসাব বিজ্ঞানের উপযুক্ত নীতিমালা ধারাবাহিকভাবে হিসাব বিবরণী প্রস্তুতে অনুসরণ করা হয়েছে এবং হিসাব বিজ্ঞানের আয় ব্যয়সমূহ যুক্তিসংগত ও বিচক্ষণতার সাথে যাচাই করা হয়েছে।

IAS/IFRS এর প্রয়োগঃ

আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে উপর্যুক্ত নীতিমালাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে এবং যদি কোন ধরনের বিচ্যুতি হয়ে থাকে সেটাও প্রকাশ করা হয়েছে।

চলমান প্রতিষ্ঠানঃ

ভবিষ্যতের উপর প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে পরিচালকবৃন্দ মনে করেন যে, নিকট ভবিষ্যতের ব্যবসা চলমান রাখার জন্য কোম্পানি যথাযথ পরিসম্পদ রয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা আর্থিক বিবরণীর নোট নং ২,৩,৬ ও ১৪ এ দেয়া হয়েছে।

করপোরেট সামাজিক দায়িত্বঃ

প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ পরিবেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল অবদান রেখে চলেছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় কাজে সহায়তাকরণ, শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের চিত্ত বিনোদনের জন্য বার্ষিক বনভোজন, জাতীয় দুর্যোগে সরকারি তহবিলে দান, কারখানা প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপন, জাতীয় দিবসগুলো উদযাপন এবং জাতীয় দিবসসমূহে বিভিন্ন সড়ক,মহাসড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ চত্বরসমূহ সুসজ্জিতকরণে জাতীয় কর্মসূচীতে আর্থিক সহায়তা, কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণের উত্তরাধিকারীদের চাকুরী প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কেন্টিন পরিচালনার মাধ্যমে শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দুপুরের খাবার বাবদ ৬৬,২৪,১১২/-(ছিষট্টি লক্ষ চব্বিশ হাজার একশত বার) টাকা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে ভূমিহীনদের জন্য ৩(তিন)টি ঘর নির্মাণ বাবদ ৯,৭৫,০০০/-(নয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা প্রদানসহ সর্বমোট ৭৫,৯৯,১১২/-(পঁচাত্তর
লক্ষ নিরানব্বই হাজার একশত বার) টাকা ২০২০-২০২১ অর্থবছরে প্রদান করা হয়। কর্মক্ষেত্রকে পরিবেশ বান্ধব রাখা এবং কর্মরতদের সুস্বাস্থ্যের জন্য অতীতের ন্যায় পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করা হচ্ছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নঃ

অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী কোম্পানির কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকের সংখ্যা ৫৭৩ জন। ৩০জুন,২০২১ তারিখে কর্মরত কর্মকর্তা,কর্মচারী ও শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩৫৯ জন (আউটসোসিং ৫৬ জনসহ)। মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিটি

স্তরের কর্মকর্তা,কর্মচারী ও শ্রমিকদেরকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামাদি ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে মেকানিকদের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উপরন্তু, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিএসইসিতে ইনহাউস প্রশিক্ষণসহ দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট ও বিদেশে পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এ সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক পেশাগত কাজের উন্নয়নের মাধ্যমে কোম্পানির প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ

প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর ঝুঁকি নির্ধারণ, ঝুঁকি মূল্যায়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন(বিএসইসি) কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং সরকারি বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রত্যেক অর্থবছরে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহ বিএসইসি ও শিল্প মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়।

পরিচালক নির্বাচন

কোম্পানির আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ১০৫ অনুচ্ছেদ মোতাবেক ৯(নয়) জন পরিচালক দ্বারা কোম্পানির কার্যাদি পরিচালিত হচ্ছে। আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ১১৭ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক বিদ্যমান ৯ (নয়) জন পরিচালকের মধ্যে তিনজন পরিচালক যথাক্রমে জনাব দীপক চক্রবর্ত্তী. জনাব এম, খলিলুল্লাহ খান ও ইঞ্জিনিয়ার মোঃ নজরুল ইসলাম নোমান বার্ষিক সাধারণ সভায় পর্যায়ক্রমে অবসরগ্রহণ করবেন। পরবর্তীতে ৩(তিন) জন পরিচালক নির্বাচন করা হবে।

নিরীক্ষক নিয়োগ

চাটার্ড একাউন্ট্যান্টস ফার্ম মেসার্স বসু ব্যানার্জী নাথ এ্যান্ড কোং, ১০,তাহের চেম্বার (নীচ তলা),আগ্রাবাদ বা/এলাকা, চট্টগ্রামকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কোম্পানির লাভ/লোকসান হিসাব, স্থিতিপত্র নিরীক্ষার জন্য ভ্যাট ব্যতিত ৬৫,০০০/-(পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা পারিশ্রমিকে নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটি সন্তোষজনকভাবে নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করেছে। কোম্পানির ২০২১-২০২২ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষার জন্য মেসার্স বসু ব্যানার্জী নাথ এ্যান্ড কোং, ১০,তাহের চেম্বার (নীচ তলা), আগ্রাবাদ বা/এলাকা, চট্টগ্রাম-কে ভ্যাট ব্যতিত ৬৫,০০০/-(পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা ফি-তে পূণরায় বহিঃনিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য আবেদন করেছে।.পরপর তিন বছর একই অডিট ফার্মকে নিরীক্ষক হিসেবে পূণঃনিয়োগদানের সুযোগ রয়েছে বিধায় বিষয়টি সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হলো।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

যথোপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে পিআইএল'র গাড়ি সংযোজন কারখানা আধুনিকীকরণ, উৎপাদন লাইন সম্প্রসারণ, উৎপাদিত পণ্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণ করা যায়নি। তবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উৎপাদিত পণ্য বহুমুখীকরণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যা এখনো চলমান আছে। এছাড়া পিআইএল'র চট্টগ্রামের বাড়বকুন্ডস্থ কারখানায় ৯,১৪,৭৬০ বর্গফুট ও আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় ২৪,৩২২ বর্গফুট এবং ঢাকাস্থ তেজগাঁও আঞ্চলিক অফিসে ৪৬,৪৬০ বর্গফুট অব্যবহৃত খালি জায়গাগুলোর সুষ্ঠু ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, উৎপাদন ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা আধুনিকীকরণের জন্য নতুন অটোমেটিক এ্যাসেম্বলী কারখানা স্থাপন, বিক্রয়োত্তর সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ, পণ্য বহুমুখীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে অধিকতর সফলভাবে পরিচালনার জন্য সম্প্রতি নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে:

ক) **অত্যাধুনিক অটোমেশন পদ্ধতির গাড়ি সংযোজন কারখানা স্থাপন প্রকল্প :**

১) পিআইএল'র কারখানা দীর্ঘ ৫৪ বছরের পুরাতন। ম্যানুয়েল পদ্ধতির উক্ত কারখানায় সংযোজন ক্ষমতা খুবই সীমিত। বার্ষিক সংযোজন ক্ষমতা মাত্র ১৩০০ ইউনিট। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিবেচনায় দেশে গাড়ীর চাহিদা বিবেচনায় পিআইএল'র গাড়ী উৎপাদন কারখানা স্থাপনে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এলক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রলালয়ের উদ্যোগে গত ২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ জাপানের মিৎসুবিশি মোটরস করপোরেশন এবং বিএসইসি গাড়ী নির্মাণের লক্ষ্যে

Feasibility Study করার জন্য MOU স্বাক্ষর করেছে। বর্তমানে Feasibility Study কার্যক্রম দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় বাজার চাহিদা ও আন্তর্জাতিক বাজার বিবেচনায় দ্রুত বাংলাদেশে একটি গাড়ী নির্মাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়ে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি। আমরা আশাবাদী ২০২৫ সালে 'বাংলা কার' নির্মাণ করবো।

২) পিআইএল'র কারখানায় নতুন একটি অত্যাধুনিক অটোমেটিক গাড়ি সংযোজন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক প্রেস শপ, পেইন্ট শপ, মেশিন শপ, বডি শপ, রিপেয়ার এন্ড মেইন্টেন্যান্স শপ, সংযোজন লাইন ইত্যাদিসহ প্রকল্পের লে-আউট প্লান, ডিটেইল ড্রয়িং, ডিজাইন এবং ব্যয় প্রাক্কলন করার জন্য দক্ষিন আফ্রিকার বোকোমোচা অটোমোটিভ ইনভেষ্টমেন্ট হোল্ডিং-কে পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে Inception Report, Commercial Feasibility Report, Financial Report, Project Planning Report দাখিল করেছে এবং বিএসইসি ও পিআইএল কর্তৃপক্ষের নিকট বিস্তারিত উপস্থাপন করেছে। বিএসইসি ও পিআইএল'র পক্ষ হতে কিছু সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে।

নতুন মডেলের ডাবল কেবিন পিকআপ সংযোজন ও বাজারজাতকরণ

বর্তমানে জাপানের মিৎসুবিসি মোটরস কর্পোরেশন এর এল-২০০ ডাবল কেবিন পিকআপ সংযোজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় মিৎসুবিসি এল-২০০ ডাবল কেবিন পিকআপ এর সিকেডি সংযোজন প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত মডেলের ডাবল কেবিন পিকআপের মূল্য ক্রেতাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা সম্ভব হবে বিধায় আগামীতে কাঙ্খিত পরিমাণ ডাবল কেবিন পিকআপ বিক্রয় হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পাজেরো স্পোর্ট (কিউএক্স) জীপের সাকসেসর মডেল পাজেরো স্পোর্ট (কিউএক্স) 20 MY সংযোজনঃ

আগামী জানুয়ারী ২০২২ হতে মিৎসুবিশি পাজেরো স্পোর্ট (কিউএক্স) জীপের সাকসেসর মডেল 20 MY এর বাণিজ্যিক সংযোজন প্রকল্পে পরীক্ষামূলক উৎপাদন/সংযোজন কার্যক্রম শুরু হবে। মিৎসুবিসি মোটরস করপোরেশন হতে বাণিজ্যিক উৎপাদনের অনুমতি পাওয়ার পর এপ্রিল,২০২২ হতে বাণিজ্যিক উৎপাদন/সংযোজন ও বাজারজাতকরণ শুরু হবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া, পিআইএল'র কারখানায় অটোমেশন পদ্ধতির নতুন সংযোজন কারখানা স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পর সরকারের মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ব্যবহার উপযোগী জীপ, সিঙ্গেল বা ডাবল কেবিন পিক-আপ, মাইক্রোবাস, বাস, মিনিবাস, ট্রাক, মিনি ট্রাক প্রভৃতি পিআইএল'র কারখানায় সংযোজন করা সম্ভব হবে।

ঢাকায় স্বয়ংসম্পূর্ণ সার্ভিস সেন্টারসহ বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণঃ

পিআইএল শুরু থেকে বিভিন্ন মডেলের বিভিন্ন প্রকারের গাড়ি সংযোজন ও বাজারজাত করলেও অদ্যাবধি প্রগতির গাড়ি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিজস্ব কোন ওয়ার্কসপ বা সার্ভিস সেন্টার নেই। ফলে পিআইএল থেকে গাড়ি ক্রেতাগণকে পর্যাপ্ত সেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ উদ্দেশ্যে ঢাকাস্থ তেজগাঁও শিল্প এলাকায় প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জায়গায় ও অর্থায়নে গাড়ি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সার্ভিস সেন্টারসহ ১৪(চৌদ্দ) তলাবিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও দূর্ভাগ্যজনকভাবে প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত রেখে PCR দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পটি নতুনভাবে শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজউক'র অনুমোদন এবং অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থবিভাগের লিক্যুইডিটি সার্টিফিকেট এর জন্য আবেদন করা হয়েছে। এগুলো পাওয়ার পর জানুয়ারী ২০২২ মাসে প্রকল্পটি শুভ উদ্বোধন করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বগুড়া, খুলনা ও কুমিল্লা এবং অন্যান্য বিভাগীয় শহরে নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার ও শোরুম স্থাপনঃ

বগুড়া শহরের ছয়পুকুরিয়াস্থ মৌজায় ২০ শতাংশ জমি বিএসইসি হতে ৪০(চল্লিশ) বছর মেয়াদী লীজ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত জায়গায় ০৪(চার) তলাবিশিষ্ট ষ্টীল স্ট্রাকচারের ভবন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে উত্তরাঞ্চলীয় সার্ভিস সেন্টার, অফিস ও শোরুম স্থাপন করা হবে। খুলনা মহানগরীর সোনাডাঙ্গায় বিভাগীয় সার্ভিস সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। কুমিল্লা মহানগরীতে সার্ভিস সেন্টার ও শো-রুম স্থাপন করা হয়েছে। সার্ভিস সেন্টারগুলো অতিসহসা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালনা করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ক্রেতাদের দোরগোড়ায় বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা বিভাগ ও বগুড়া জেলা ছাড়াও পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিভাগীয় শহরে যেমন-রাজশাহী, রংপুর,সিলেট,বরিশাল ও ময়মনসিংহ শহরে পিআইএল'র সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

চ. **চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে নিজস্ব অফিস ভবন, শো-রুম, সার্ভিস সেন্টার ও যন্ত্রাংশ তৈরীর কারখানা স্থাপনঃ**

চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর মালিকানাধীন ৪.৩১ একর জায়গায় নিজস্ব অফিস ভবন,শো-রুম,সার্ভিস সেন্টার ও যন্ত্রাংশ তৈরীর কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৩ সাল নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়। উক্ত জায়গায় নিজস্ব অফিস ভবন স্থাপন করা হলে প্রতি বছর প্রতিষ্ঠানের চট্টগ্রাম অফিস ভাড়া বাবদ প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাশ্রয় হবে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আপনারা জেনে নিশ্চয়ই খুশি হবেন যে, পিআইএল'র পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং প্রগতি পরিবারের দক্ষতা ও আন্তরিকতার কারণে ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক অবদানের জন্য প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত দুইবার শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে। পিআইএলকে বর্তমান পর্যায়ে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসইসি, পিআইএল'র সকলের অবদান কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। আজকের বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে ধৈর্য সহকারে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য, নিরাপদ ও সর্বাঙ্গীন উন্নত জীবন কামনা করছি।

আমি এখন কোম্পানির ২০২০-২০২১ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব ও নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন এবং পরিচালনা পর্ষদের বার্ষিক প্রতিবেদন সদয় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করছি।

পরম করুনাময় আল্লাহ সোবাহানাহুতায়ালা আমাদের সকলের সহায় হউন। আল্লাহ হাফেজ।

তারিখঃ ২৯-১২-২০২১

(মোঃ শহীদুল হক ভূঁঞা এনডিসি)
চেয়ারম্যান
পিআইএল কোম্পানি বোর্ড